হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলীর সাধারণ পরিচিতি

মাওলানা মুহাম্মদ আল হক
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

হাদীস শরীফে হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের একটি লক্ষণ এটি বর্ণনা করা হয়েছে-

يَفِيْضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ اَحَدٌ

অর্থাৎ মসীহ মওউদ (আ.) সম্পদ বন্টন করবেন কিন্তু তা কেউ গ্রহণ করবে না বা তা গ্রহণ করার লোক পাওয়া যাবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে 'মাল' বলতে টাকা-পয়সা বা সোনা-রুপা নয় বরং এখানে 'মাল' বলতে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের ভান্ডার বুঝানো হয়েছে। যেগুলো হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বন্টন করার ছিল। এ জন্যই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন-

وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے
اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار

অর্থাৎ, সেই ধনভান্ডার যা হাজার বছর যাবৎ লুকায়িত ছিল, এখন কেউ যদি তা লাভে আকাঙ্খী হয় তবে আমি তা দিতে পারি।

অতএব ইতিহাস সাক্ষী, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই উল্লেখিত আধ্যাত্মিক ধনভান্ডার ব্যাপকহারে বন্টন করেছেন যা অআহমদীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই আধ্যাত্মিক ধনভান্ডার তাঁর অনুসারীদের জন্য আধ্যাত্মিক জীবনের মহান পাথেয়। তাঁর পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদীস বুঝতে অনেক বেশী সাহায্য লাভ হয়। কারণ এই পুস্তকাবলী ঐশী সাহায্য ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে লেখা হয়েছে। যেমনটি তিনি স্বয়ং বলেছেন-

"এই রচিত পুস্তকাবলী ঐশী সাহায্যে লেখা হয়েছে। আমি এর নাম ওহী ও ইলহাম তো রাখি না কিন্তু এটি অবশ্যই বলছি যে, খোদা তা'লার বিশেষ ও অলৌকিক সাহায্যে আমার হাতের মাধ্যমে এই পুস্তকাবলী রচীত হয়েছে।" *(সিররুল খিলাফাহ, রুহানী খাযায়েন, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪১৫)*

আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও কৃপায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনী ও প্রবন্ধসমূহ এত মর্যাদাপূর্ণ ও কল্যাণকর যে, অআহমদীরাও এটি স্বীকার না করে থাকতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ব্যতীত দাওয়াত ইলাল্লাহ এবং সত্য ধর্মের পুনর্জীবন অসম্ভব বিষয়। আর এই পুস্তকাবলী খোদা তা'লার সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক কায়েম করার ও রুহানী ময়দানে উন্নতি লাভ করার একটি বড় মাধ্যম।

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক দায়িত্ব হল, সে যেন বেশি বেশি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল, সংক্ষিপ্তাকারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর পরিচিতি তুলে ধরা, যেন সেগুলো অধ্যয়নের ব্যাপারে কিছু দিক-নির্দেশনা লাভ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনী, আদেশ-উপদেশ ও উদ্ধৃতিসমূহকে নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

(১) রুহানী খাযায়েন (গ্রন্থাবলী);
(২) মলফুযাত (আদেশ-উপদেশ);
(৩) মজমুয়া ইশতেহারাত; (বিজ্ঞাপন)
(৪) মকতুবাত (পত্রাবলী)।

রুহানী খাযায়েন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লিখিত সমস্ত পুস্তকের সেট 'রুহানী খাযায়েন' নামে আখ্যায়িত যা ২৩ খন্ড সম্বলিত। এই খন্ডসমূহে পুস্তকের ধারাবাহিকতা, রচনার সাল অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

রুহানী খাযায়েনের প্রতিটি খন্ডে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বইয়ের প্রারম্ভে পরিচিতি ও বিষয়সূচি দেয়া হয়েছে। যার সাহায্যে সম্পর্কযুক্ত পুস্তকের বিষয়বস্তুকে সহজে অনুধাবন করা যেতে পারে। এমনকি সূচিপত্রের সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী কোন উদ্ধৃতি বা বিষয় খুঁজতে সহজ হয়।

পুস্তকের সংখ্যা: রুহানী খাযায়েন সেট-এ অন্তর্ভুক্ত বইয়ের সংখ্যা মোট ৮৩। যদি বারাহীনে আহমদীয়া ২য়, ৩য়, ৪র্থ অংশ, এভাবে ইযালায়ে আওহাম হিস্যা দওম, নূরুল হক হিস্যা দওম, এছাড়া আরবাঈন ২য়, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যাকে পৃথক পৃথক গণনা করা হয় তাহলে এই সংখ্যা ৯২ হয়।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৩ খন্ডের সমষ্টি 'রুহানী খাযায়েন সেট'-এ সমস্ত বইয়ের মোট পৃষ্ঠা প্রায় এগার হাজারের কিছু বেশি রয়েছে।

আরবী পুস্তকসমূহ: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর বেশ কয়েকটি পুস্তক বাগ্মীতাপূর্ণ আরবী ভাষায় রচনা করেছেন।

সেগুলোর পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১.কেরামাতুস্ সাদেক্বীন ২.তোহ্ফায়ে বাগদাদ ৩.হামামাতুল বুশরা ৪.নূরুল হক, হিস্যা আউয়াল ৫.নূরুল হক, হিস্যা দওম ৬.সিররুল খিলাফাহ ৭.হুজ্জাতুল্লাহ ৮.আঞ্জামে আথম ৯.মিনানুর রহমান ১০.নাজমুল হুদা ১১.লুজ্জাতুন নূর ১২.হাকীকাতুল মাহদী ১৩.সীরাতুল আবদাল ১৪.এ'জাযুল মসীহ ১৫.ইতমামুল হুজ্জত ১৬.মুয়াহেবুর রহমান ১৭.খুত্বায়ে ইলহামিয়া ১৮.আল হুদা ওয়াত্ তাবসেরাতু লেমান ইয়ারা।

কতক পুস্তকের কিছু অংশ আরবী ভাষায় রচনা করা হয়েছে। যেমন, আল ইসতেফ্তা মূলত হাকীকাতুল ওহীরই অংশ। অনুরুপভাবে আত্ তবলীগ প্রকৃতপক্ষে আয়নায়ে কামালাতে ইসলামেরই অংশ। কিন্তু কখনো কখনো সেগুলোকে পৃথকভাবে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এই কারনেই সেগুলোকে আরবী পুস্তকের সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রকারভেদঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর কতক পুস্তক তো কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রণীত। কিন্তু কতক পুস্তক মূলবিষয় সম্বলিত। সেইসব পুস্তক, যার বিষয়বস্তু কোন বিশেষ ধর্ম, ফিরকা বা কোন বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত- এর বিবরন নিম্নে উল্লেখ করছি–

খ্রিষ্টধর্মঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সময় হিন্দুস্তান ও সারাবিশ্বে খ্রিষ্টধর্ম অনেক বেশী সক্রিয় ছিল। আর সত্যান্বেষীদের সবচেয়ে অধিক সম্মুখীন হতে হয়েছে খ্রিষ্টানদের। এই কারনেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীতে সবচেয়ে অধিক খ্রিষ্টধর্মকেই আলোচনায় আনা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত পুস্তক যেগুলোর মূল বিষয়ই হল খ্রিষ্টধর্ম।

১. জঙ্গে মুকাদ্দাস; ২.কিতাবুল বারিয়্যা; ৩.চশমায়ে মসীহী; ৪.আঞ্জামে আথম; ৫.আনওয়ারুল ইসলাম; ৬.সিরাজুদ্দীন ঈসায়ী কি চার সাওয়ালোঁ কে জওয়াব; ৭.যিয়াউল হক; ৮.তোহ্ফায়ে কায়সারিয়া; ৯.সিতারায়ে কায়সারিয়া; ১০.নাজমুল হুদা; ১১.হুজ্জাতুল ইসলাম; ১২.ইতমামুল হুজ্জাত; ১৩.সাচ্চায়ি কা ইযহার; ১৪.নূরুল হক, হিস্যা দওম; ১৫.আল বালাগ; ১৬.নূরুল কুরআন, হিস্যা দওম; ১৭.তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া। এগুলো ছাড়াও আংশিকভাবে অসংখ্য পুস্তকে খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়।

হিন্দু ও শিখধর্মঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সময় ইসলাম খ্রিষ্টধর্মের পর দ্বিতীয় নম্বরে কতক হিন্দু ফিরকার পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন ছিল। হিন্দু ফিরকার মধ্যে আর্য ধর্ম, সনাতন ধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ এবং শিখধর্ম সম্পর্কে হুজুর (আ.) বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। এই সব পুস্তকে তিনি সেই ফিরকাগুলোর আক্বীদার ভ্রান্তি প্রমাণ করেন। যেগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ বেশি উল্লেখযোগ্য-

১. পুরানী তাহরীরেঁ;
২. সুরমা চশমায়ে আরিয়া;
৩. শাহানায়ে হক;
৪. সৎ বচন;
৫. সনাতন ধরম;
৬. আরিয়া ধরম;
৭. কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম;
৮. চশমায়ে মা'রেফাত;
৯. পয়গামে সুলেহ্;
১০. তাকসীমে দাওয়াত;
১১. ইস্তেফ্তা।

মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের উপর পুস্তকঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর পুস্তক সমুহে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 'ওফাতে ঈসা' বা ঈসার মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব পুস্তকসমূহের মূল বিষয়ই হযরত ঈসা (আ.)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু ও হিজরত। পুস্তকগুলো নিম্নরূপ:

১. ইযালায়ে আওহাম, হিস্যা আউয়াল, হিস্যা দওম; ২.ফতেহ ইসলাম; ৩.তৌযীহে মারাম; ৪.মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ; ৫.আলহক মুবাহাসা; ৬.তোহফায়ে বাগদাদ; ৭.হামামাতুল বুশরা; ৮.আসমানী ফয়সালা; ৯.রাযে হাক্বীকাত; ১০.ইতমামুল হুজ্জাত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতাঃ সাধারনত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর প্রতিটি পুস্তকে তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সেইসব পুস্তক যেগুলোকে তিনি বিশেষভাবে তাঁর সত্যতার দলীল হিসেবে রচনা করেছেন অথবা যেগুলোর যুক্তি ও ইতিহাস অনুযায়ী বিষয় বস্তু তাঁর সত্যতার দিকে নির্দেশ করে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ–

১.আসমানী ফয়সালা; ২.নিশানে আসমানী; ৩.তোহ্ফায়ে গুলড়বিয়া; ৪.আরবা'ঈন; ৫.সিরাজুম মুনির; ৬.তিরিয়াকুল কুলুব; ৭.নুযুলুল মসীহ; ৮.হাক্বীকাতুল ওহী; ৯.নুরুল হক, হিস্যা দওম; ১০.ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী; ১১.এ'জাযে আহমদী; ১২.এ'জাযুল মসীহ; ১৩.দাফেউল বালা; ১৪.কেরামাতুস্ সাদেকীন; ১৫.তোহ্ফায়ে গযনবীয়া; ১৬.হুজ্জাতুল্লাহ; ১৭.আঞ্জামে আথম; ১৮.তোহ্ফায়ে নদওয়া; ১৯.লুজ্জাতুন নূর।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)–এর আবির্ভাব: এটিও এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর অনেক পুস্তকে আলোচনা করেছেন। যার মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ উল্লেখযোগ্য:

১.জরুরতুল ইমাম; ২.হাক্বীকাতুল মাহদী; ৩.নিশানে আসমানী; ৪.শাহাদাতুল কুরআন; ৫.নূরুল হক, হিস্যা দওম।

নবুয়ত সংক্রান্ত বিষয়: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ১৯০১ সালের পরের অধিকাংশ রচনায় নবুয়্যত সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সব থেকে উল্লেখযোগ্য পুস্তক 'এক গালাতি কা ইযালা'। এই পুস্তকে হুযুর বিশেষভাবে তাঁর নব্যুয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নবুয়্যতের সংজ্ঞা, নবুয়্যতের প্রকারভেদ, নবুয়্যতের তাৎপর্য্য এবং নিজের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জিহাদের উপরেও তাঁর অনেক পুস্তকে আলোচনা করেছেন। যাই হোক তাঁর 'গভর্ণমেন্ট আংরেজী আওর জিহাদ' পুস্তকে জিহাদের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরুপভাবে নুরুল হক, হিস্যা আউয়াল,-এতেও জিহাদ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মের উপর তুলনামূলক আলোচনা: নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সত্য ধর্ম ইসলামের বিশেষভাবে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

১.বারাহীনে আহমদীয়া (প্রথম ৪ খন্ডের সবগুলোতে); ২.পুরানী তাহরীরেঁ; ৩.সুরমা চশমায়ে আরিয়া;

৪.চশমায়ে মা'রেফাত; ৫.কিশতিয়ে নূহ; ৬.মিয়ারুল মাযাহেব;

চ্যালেঞ্জের উপর প্রতিষ্ঠিত পুস্তক: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহের খন্ডন লেখা অথবা সেগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুস্তক লিখতে হাজার হাজার টাকার পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কারোরই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামর্থ্য লাভ হয় নি। পুস্তকগুলো নিম্নরূপ:

১। বারাহীনে আহমদীয়া– প্রত্যেক চার খন্ড, ১০,০০০ রুপি;
২। সুরমা চশমায়ে আরিয়া– ৫০০ রুপি;
৩। কেরামাতুস সাদেকীন– ১০০০ রুপি;
৪। নুরুল হক– ৫০০০ রুপি;
৫। এ'জাযে আহমদী –১০০০ রুপি;
৬। ইতমামুল হুজ্জত– ১০০০ রুপি;
৭। তোহফা গুলড়াবিয়া– ৫০০ রুপি।

এগুলো ছাড়াও তিনি (আ.) নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, পুস্তক লিখতে অথবা সেগুলো খণ্ডন করার শর্তে নিজের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়া স্বীকার করে নেয়ার অঙ্গীকার করে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন।

১.এ'জাযুল মসীহ; ২.হুজ্জাতুল্লাহ; ৩.আল হুদা ওয়াত্ তাবসেরাতু লেমান ইয়ারা।

মালফুযাত: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর উল্লেখিত পুস্তকসমূহ ছাড়াও হুজুর (আ.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে খুৎবা, বক্তৃতা, এবং উপদেশাবলী দিয়েছেন সেগুলোকেও সাহাবায়ে কেরামগন সংরক্ষন করেছেন। যা সেই সময় পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেগুলোকে পুস্তক আকারে 'মালফুযাত' নামে প্রকাশ করা হয়েছে। মলফুযাত–এর প্রথম সংস্করনে তা ১০ খন্ডে ছিল, পরবর্তীতে নতুন সংস্করনে তা ৫ খন্ডে প্রকাশিত হয়।

মজমুয়া ইশতেহারাত: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজ জীবনের বিভিন্ন সময়ে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে কোন তাহরীক, উপদেশ, প্রস্তাব, কোন বিষয় স্পষ্ট করা অথবা চ্যালেঞ্জের উপর প্রতিষ্ঠিত ইশতেহার প্রকাশ করেছেন। যেগুলোকে পরবর্তীতে 'তবলীগে রিসালাত' নামে পুস্তক আকারে সর্ব সাধারনের উপকারের জন্য ১০ খন্ডে এবং পরে 'মাজমুয়া ইশতেহারাত' রুপে তিন খন্ডে প্রকাশ করা হয়েছে।

মাকতুবাতে আহমদ: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর নিজ জীবনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিকে যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন সেগুলোকে সর্ব সাধারনের উপকারের জন্য পরবর্তীতে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। যার নাম দেয়া হয়েছে 'মাকতুবাতে আহমদ'। 'মাকতুবাতে আহমদ'-এর খন্ডের সংখ্যা ৭টি। এই চিঠি-পত্র গুলোতেও আমাদের জন্য অনেক জ্ঞানগর্ভ ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তির উপকরণ আছে। যাই হোক এগুলোর অধ্যয়ন করাও আমাদের জন্য জরুরী। আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার থেকে যথোপযুক্ত উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন। (আমিন)

(তথ্যসুত্রঃ সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান, ১৪ মার্চ ২০১৩ইং)